সপ্তম অধ্যায়
কৃষি

[বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র বিমোচন, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। একটি লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলে জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে ২০১৩ সালের মধ্যে পুনরায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। পিআরএস, জাতীয় কৃষি নীতি ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর হিসেবমতে ২০১০-১১ অর্থ বছরে খাদ্য শস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৩৭০.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে, আউশ ২৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩২.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ও বোরোর উৎপাদন ১৮৬.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১৬ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১ লক্ষ মেট্রিক টন) । ২০১০-১১ অর্থ বছরে নিজস্ব সম্পদে ১২.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ও ৯.১২ লক্ষ মেট্রিক টন গম আমদানির সংস্থান রাখা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট ১২৬১৭.৪০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। যার মধ্যে মার্চ, ২০১১ পর্যন্ড় বিতরণ করা হয়েছে ৯১৫৪.৭০ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭২.৫৬ শতাংশ। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তি সহজীকরণ করা হয়েছে। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে শস্যমূল্য সহায়তার জন্য কৃষিবীমা এবং কৃষক পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাটির স্বাস্থ্য বজায় রাখা ও অধিক ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুষম সার ও জৈব সারের ব্যবহার কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে সারাদেশে ৯৭ লক্ষ পরিবারের মাঝে বসতভিটার চারদিকে জৈবসার, সবুজ সার ও জীবাণু সারের মাধ্যমে কৃষিপণ্য উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৫০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।]

কৃষিখাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর, উপকরণ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, কৃষি কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ফসল খাতের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা অর্জনের সামর্থ্য (Profitability) বৃদ্ধি করে একটি লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলে জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশকে ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ২০.২৯ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছরে স্থির মল্যে জিডিপিতে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ১৯.৯৫ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। জিডিপিতে কৃষি খাতের সরাসরি অবদান সামান্য হ্রাস পেলেও সার্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের পরোক্ষ অবদান অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে বৃহৎ সেবা খাতের মধ্যে পাইকারী ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেঁস্তোরা এবং পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের অবদান রয়েছে। এছাড়া, দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৩.৬ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত (এমইএস, ২০০৯, বিবিএস)। গত অর্থবছরে (২০০৯-১০) বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি আয় ছিল মোট রপ্তানি আয়ের ৫.৪৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা একই সময়ের মোট রপ্তানি আয়ের ৬.১১ শতাংশ। কৃষিখাতের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য যেমন হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা ছাড়াও সরকার অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নিয়েছে।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কৃষিখাতের উন্নয়নের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য নিরসন ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র বিমোচন, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিধায় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, জাতীয় কৃষি নীতি ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, জাতীয় বীজ নীতি, সমন্বিত সার বিতরণ নীতিমালা এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি কার্যকর রয়েছে। এছাড়া জাতীয় কৃষি নীতি' ৯৯ সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। কৃষির আধুনিকায়ন, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এলাকাভিত্তিক কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী ফসলের উন্নত জাত এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন, লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি গবেষণার

সুযোগ- সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য এ সকল বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনে বিজ্ঞানীগণ সফল হয়েছেন এবং খরা ও বন্যা সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা অব্যাহত আছে। কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ও সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়াসহ সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্য ঘাটতির কারণে আমাদের ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনায় রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, হাওর এলাকায় পানি অপসারণ, উন্নতমানের ও উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে শস্যমূল্য সহায়তার জন্য কৃষিবীমা এবং কৃষক পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শস্যবহুমূখীকরনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Endowment Fund গঠন করা হয়েছে যার বর্তমান আকার ৪১২ কোটি টাকা। বিশ্বমন্দার পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব প্রনোদনা প্যাকেজের (Fiscal Package) আওতায় পাটজাত পণ্যের রপ্তানি সহায়তা হার বর্তমানের ৭.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি সহায়তার হার বর্তমানের ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৭.৫ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া আলু, পোল্ট্রি শিল্পে হ্যাচিং ডিম এবং একদিনের মুরগীর বাচ্চা, ১০০ শতাংশ হালাল মাংস, কৃষি পণ্য (শাক সব্জি, ফলমূল) ও প্রক্রিয়াজাত (agro-processing) কৃষি পণ্যের জন্যও রপ্তানি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত রয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল ৩৪১.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে, আউশ ১৭.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১২২.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৮৩.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ৯.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন ও ভুট্টা ৮.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর হিসেবমতে ২০১০-১১ অর্থ বছরে খাদ্য শস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৩৭০.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে, আউশ ২৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩২.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ও বোরোর উৎপাদন ১৮৬.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ বছর গম ও ভুট্টার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে যথাক্রমে ১০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন ও ১৬.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন। সরকার সারাদেশে ১ কোটি ৮২ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করেছে যার মাধ্যমে ২০০৯-১০ অর্থবছরে বোরো মৌসুমে সারা দেশে প্রায় ৯২ লক্ষ বোরো চাষীকে ডিজেল ক্রয়ে সহায়তা বাবদ ৭৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। যা বোরোর উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। সারণি ৭.১ -এ ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.১: খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১* (লক্ষ্যমাত্রা)
আউশ	১৫.০০	১৭.৪৫	১৫.১২	১৫.০৭	১৮.৯৫	১৭.০৯	২৫.০০
আমন	৯৮.২০	১০৮.১০	১০৮.৪১	৯৬.৬২	১১৬.১৩	১২২.০৭	১৩২.০০
বোরো	১৩৮.৩৭	১৩৯.৭৫	১৪৯.৬৫	১৭৭.৬২	১৭৮.০৯	১৮৩.৪১	১৮৬.৫০
মোট চাল	**২৫১.৫৭**	**২৬৫.৩০**	**২৭৩.১৮**	**২৮৯.৩১**	**৩১৩.১৭**	৩২২.৫৭	**৩৪৩.৫০**
গম	৯.৭৬	৭.৩৫	৭.৩৭	৮.৪৪	৮.৪৯	৯.৬৯	১০.৫০
ভুট্টা	৩.৫৬	৫.২২	৮.৯৯	১৩.৪৬	৭.৩০	৮.৮৭	১৬.৪২
মোট	**২৬৪.৮৯**	**২৭৭.৮৭**	**২৮৯.৫৪**	**৩১১.২১**	**৩২৮.৯৬**	**৩৪১.১৩**	**৩৭০.৪২**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর (ডিএই)।

খাদ্য বাজেট

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ১৫.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন । লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে চাল ও গম সংগৃহীত হয়েছিল যথাক্রমে ৭.৫৭ এবং ০.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন । চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে ১৬ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১ লক্ষ মেট্রিক টন) । জুলাই ২০১০ থেকে অক্টোবর ২০১০ মাস পর্যন্ত বোরো ফসল থেকে ২.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। খাদ্য পরিকল্পনা ও মনিটরিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তানুসারে সরকার আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে ধান/চাল সংগ্রহ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে, অভ্যন্তরীণভাবে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে চলতি অর্থ বছরে সংগৃহীত ২.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন ছাড়াও আরোও ৬ লক্ষ মেট্রিক টন আসন্ন বোরো ফসল থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং লক্ষ্যমাত্রার বাকী ৬.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন আমদানির মাধ্যমে পূরণ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারি খাতে খাদ্যশস্য আমদানি

২০১০-১১ অর্থ বছরে নিজস্ব সম্পদে ১২.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ও ৯.১২ লক্ষ মেট্রিক টন গম আমদানির সংস্থান রাখা হয়েছে। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সরকারী খাতে মোট আমদানির পরিমাণ দাড়িয়েছে ১০.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন {চাল ৫.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন (সরকারী আমদানি ৫.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন ও খাদ্য সাহায্য ০.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন) গম ৫.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন (সরকারি আমদানি ৩.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন ও খাদ্য সাহায্য ১.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন)}। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সরকারি খাতে আমদানির পরিমাণ ছিলমোট ৫.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৫.০১ লক্ষ মেট্রিক টন)

বেসরকারি খাতে খাদ্যশস্য আমদানি

২০০৯-১০ অর্থ বছরে বেসরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ২৮.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ২৮.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বেসরকারী খাতে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাড়িয়েছে ২০.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ২.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১৮.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন)।

সার্বিক খাদ্যশস্য আমদানি

২০০৯-১০ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৪.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৩৩.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন । চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সার্বিকভাবে দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাড়িয়েছে ৩১.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৭.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ২৩.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন ।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকার পাবলিক ফুড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেমে (পিএফডিএস) বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় আর্থিক খাতে (ওএমএস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক ও অন্যান্য) এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা অনার্থিক খাতে (কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেটে সরকারিভাবে ২৭.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য ওএমএস/ ন্যায্য মূল্য কার্ড/পোষাক শিল্প ইত্যাদি মূল্য নিয়ন্ত্রণমূলক খাতে বিতরণের জন্য নির্ধারিত আছে। চলতি অর্থ বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আর্থিক খাতে মোট ৫.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে এবং অনার্থিক খাতে ২.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য বিতরণ করা হয়েছে। মোট বিতরণের পরিমাণ ৮.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন।

বীজ ও রোপন দ্রব্য

মানসম্মত বীজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপকরণ। অধিক হারে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৩টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৩টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজী বীজ উৎপাদন খামার ও ৭৫টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম এবং ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১২টি এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষী পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০১০-১১ অর্থ বছরে বিএডিসি উন্নত জাতের ৯০৯৫০ মেট্রিক টন ধান বীজ, ২৭০০০ মেট্রিক টন গম বীজ, ২০০০০ মেট্রিক টন আলু বীজ, ১২২৫ মেট্রিক টন ডাল বীজ, ১২৭৫ মেট্রিক টন তৈল বীজ, ১৪৪০ মেট্রিক টন পাট বীজ, ১০০ মেট্রিক টন সব্জী বীজ, ৫০০ মেট্রিক টন ভূট্টা বীজ এবং ৭০০ মেট্রিক টন মশলা জাতীয় বীজসহ মোট **১৪৩১৯০** মেট্রিক টন বীজ উৎপাদনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বিএডিসি ৪৪৪১৭ মেট্রিক টন উচ্চ ফলনশীল এবং ৬৯ মেট্রিক টন হাইব্রিডসহ মোট ৪৪৪৮৬ মেট্রিক টন বোরো বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করে। বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে ২০০৯-১০ অর্থবছরে উৎপাদন ও বিতরণ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি সারণি ৭.২ -এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.২: বীজবর্ধন খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০০৯-১০ অর্থবছরের অর্জন		২০১০-১১ অর্থবছরের উৎপাদন		২০১০-১১ অর্থবছরের বিতরণ	
	উৎপাদন	বিতরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি*	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি*
ধানবীজ	৭৯৭১৪	৬২৯৪৪	৯০৯৫০	২৭০৬৮	৯০৯৫০	৯০৯৫০
গমবীজ	২৭০৬৯	২৩৪২৯	২৭০০০	সংগ্রহ চলছে	২৭০০০	২৭০৬৯
আলুবীজ	১৮৮৯৯	১৩৯৮৭	২০০০০	সংগ্রহ চলছে	২০০০০	১৮৮৯৯
পাটবীজ	১২৪০	১২৩০	১৪৪০	১৪৬০	১৪৪০	বিতরণ চলছে
তৈলবীজ	১০০৬	৭২৭	১২৭৫	সংগ্রহ চলছে	১২৭৫	১০০৬
ডালবীজ	১২০৮	৬৬৮	১২২৫	সংগ্রহ চলছে	১২২৫	১২০৮
ভূট্টাবীজ	১৩১	৪০	৫০০	সংগ্রহ চলছে	৫০০	১৩১
সব্জিবীজ	১০২	৮৬	১০০	সংগ্রহ চলছে	১০০	১০২
মসলা জাতীয় বীজ	৬১২	৪৬১	৭০০	সংগ্রহ চলছে	৭০০	৬১২
মোট	**১২৯৯৮১**	**১০৩৫৭২**	**১৪৩১৯০**	**২৮৫২৮**	**১৪৩১৯০**	**১২৭৮৮১**

উৎসঃ বিএডিসি, *ফেব্রুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ত অগ্রগতি।

সার

বর্তমানে মাটির স্বাস্থ্য বজায় রাখা ও অধিক ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুষম সার ও জৈব সারের প্রতি বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক সারের ব্যবহার কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে সারাদেশে ৯৭ লক্ষ পরিবারের মাঝে বসতভিটার চারদিকে জৈবসার, সবুজ সার ও জীবাণু সারের মাধ্যমে কৃষিপণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তথাপি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩০.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩১.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টনে। ২০১০-১১ অর্থবছরের মোট সার ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪২.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। এককভাবে ইউরিয়া

সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ইউরিয়া সারের ব্যবহার হয় ২৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে তা হ্রাস পেয়ে ২৩.০০ লক্ষ মেট্রিক টনে পৌঁছায়। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে ইউরিয়া সারের অপচয় হ্রাস করা সম্ভব। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কল্পে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে গুটি ইউরিয়া সার তৈরী ও বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ধান ছাড়া অন্যান্য রবি শস্যেও গুটি ইউরিয়া ব্যবহার শুরু হয়েছে। এছাড়া সার ব্যবহার সুষম করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার মিশ্র সারের ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে বেসরকারি খাতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মিশ্র এনপিকেএস উৎপাদন ও বাজারজাত করছে। অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন ডিএপি, টিএসপি, এনপিকেএস ও পটাশ সারের আমদানি বৃদ্ধি এবং এ সকল সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের প্রচেষ্টা চলছে। সার ব্যবহার সুষমকরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছর থেকে টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সারের আমদানি খরচের উপর ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত আছে। এছাড়া ভেজাল/নকল/নিম্নমানের সার উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রণ করাসহ সারের গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখার জন্য সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। বছরভিত্তিক সারের ব্যবহার সারণি ৭.৩-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৩: কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

('০০০' মেট্রিক টন)

সারের নাম	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (লক্ষ্যমাত্রা)
ইউরিয়া	২৫২৩.৩৯	২৪৫১.৩৭	২৫১৫.০০	২৬৮৫.০০	২৪০০.০০	২৩০০.০০	২৭০০.০০
টিএসপি	৪২০.০২	৪৩৬.৪৭	৩৪০.০০	৩৮০.০০	২০০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০
ডিএপি	১৪০.৭২	১৪৫.০০	১১৫.০০	২৪০.০০	৫০.০০	৯০.০০	৩০০.০০
এমওপি	২৬০.৩৮	২৯০.৬৭	২৩০.০০	৩৮০.০০	১৫০.০০	২১০.০০	৪০০.০০
এসএসপি	১৭০.৯৩	১৩০.৩৯	১২২.০০	১০০.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০
এনপিকেএস	৯০.০০	১১০.০০	১২৫.০০	১০০.০০	৫০.০০	১০২.০০	১৫০.০০
এএস	৫.৫৯	৬.৩২	৬.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০
জিংক	৮.০০	৭.৫০	২৬.০০	৪৫.০০	৩০.০০	৩২.০০	৫০.০০
জিপসাম	১৩৫.৭০	১০৪.৯৫	৭২.০০	১৬০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১৩০.০০
মোট	৩৭৫৪.৭৩	৩৬৮২.৬৭	৩৫৫১.৭০	৪০৯০.০০	৩০০৫.০০	৩১৩৪.০০	৪২৫০.০০

উৎস ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

সেচ

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে । সঠিকভাবে সেচের পানির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অপচয় হ্রাসের পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফসল উৎপাদন নিবিড়তা, বহুমুখীকরণ ও ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এতদ্দুশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানের সেচের এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে সেচের পানির পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে Alternate Wetting & Drying (AWD) এর উপর বোরো মৌসুমে প্রদর্শনী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ও কৃষকদের কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়। সরকারিভাবে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প (শক্তিচালিত পাম্প, গভীর নলকপ, অগভীর নলকূপ, ভাসমান পাম্প ইত্যাদি) বাস্বায়ন প্রক্রিয়া শুরুর পর দ্রুত সেচের অধীন জমির পরিমাণ অর্থাৎ সেচকৃত এলাকা বাড়তে থাকে। সেচের আওতাধীন এলাকার সম্প্রসারণ বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে সেচভুক্ত এলাকা ছিল ৫৩.৬৫ লক্ষ হেক্টর, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৬.৯০ লক্ষ হেক্টর । ২০১০-১১ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন জমির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০.৯৮ লক্ষ হেক্টর। বিএডিসি সংশ্লিষ্ট সেচ প্রকল্প ও এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, ভাসমান পাম্প এবং শক্তিচালিত পাম্প ব্যবহার এবং খাল-নালা সংস্কার, স্লুইস গেট/ সাইফুন ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে

২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৪.৭৫ লক্ষ হেক্টর, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৪.৮৮ লক্ষ হেক্টর, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৪.৯৫ লক্ষ হেক্টর এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৫.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করেছে। বর্তমান সরকার ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৫.১০ লক্ষ হেক্টর, ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৫.৩৫ লক্ষ হেক্টর এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৫.৫৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এযাবৎ ২৮৭৮ টি পুকুর পুনঃখনন, ১০৮০ কিঃমিঃ খাল/খাড়ী পুনঃখনন এবং উক্ত খালে ৬০৪ টি পানি সংরক্ষণ কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। যার মধ্যমে বিগত অর্থ বছরে প্রায় ৪২ হাজার হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ৮১ হাজার কৃষক উপকার ভোগ করছে। দেশে প্রথমবারের মত জলাবদ্ধ হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলে ফসল আবাদ বৃদ্ধিকরণ তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে বিএডিসি'র মাধ্যমে ৩১৩৪৪.২৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে সারা দেশে ৩৬টি ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বছরভিত্তিক সেচকৃত জমির পরিমাণ সারণি ৭.৪-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৪: সেচকৃত জমির পরিমাণ

(হেক্টরে)

সেচ পদ্ধতি	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
ক) ভূ-উপরিস্থ							
মেজর ইরিগেশন	৬০৫৫৭০	৭৮৫২২০	৬১৮৫৪৯	৬৩৭১৮০	৫৭৫১৫০	১০৪১০০০	১০৫৪০০০
এলএল পি	৮৩৮৩৭৭	৮০৩১৭০	৮১০০২৭	১০৪৫১১৫	১১৫৭০৩৭	৮৯৫০০০	৯৬৬০০০
দেশীয় পদ্ধতি	১০৭০০০	০	১৩৭০৬৪	০	৪৩৯৬৫	১৫৮০০০	১৭৮০০০
(ক) উপ মোট ঃ	১৫৫০৯৪৭	১৫৮৮৩৯০	১৫৬৫৬৪০	১৬৮২২৯৫	১৭৭৬১৫২	২০৯৪০০০	২১৯৮০০০
খ) ভূ-গর্ভস্থ							
গভীর নলকুপ	৬৫৪১৮৯	৭০০৬৬২	৭২৫২৫৮	৭৫৫২১০	৭৯০১১৫	৬৬০০০০	৫৯৫০০০
অগভীর নলকুপ (সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপসেট)	৩১৫৯৮৯৯	৩১২০৬০৭	৩১৯৬১২৭	৩৩৬৯৮৯৭	৩৩৭২৩৩৮	২৯৩১০০০	৩৩০৫০০০
অন্যান্য	০	০	১৪৪০৩	০	১৫৪৪৮	৫০০০	০
(খ) উপ মোট ঃ	৩৮১৪০৮৮	৩৮২১২৬৯	৩৯৩৫৭৮৮	৪১২৫১০৭	৪১৭৭৯০১	৩৫৯৬০০০	৩৯০০০০০
মোট সেচ (ক+খ)	৫৩৬৫০৩৫	৫৪০৯৬৫৯	৫৫০১৪২৮	৫৮০৭৪০২	৫৯৫৪০৫৩	৫৬৯০০০০	৬০৯৮০০০

উৎস ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়।

কৃষি ঋণ

বাংলাদেশের কৃষি ভরণপোষণ পর্যায়ে (subsistence level) পরিচালিত হচ্ছে বিধায় প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে কৃষি ঋণ একটি ভিন্ন মাত্রার গুরুত্ব বহন করে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাত এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষিতে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষি ঋণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে সম্প্রতি বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি/পলীঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১১৫১২.৩০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১১১৬.৮৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছিল। ২০১০-১১ অর্থবছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, চারটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বিআরডিবি, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এবং বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ১২৬১৭.৪০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। যার মধ্যে চলতি অর্থবছরের মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৯১৫৪.৭০ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় শতকরা ৭২.৫৬ শতাংশ ।

২০০৪-০৫ অর্থ বছর থেকে ২০১০-১১ অর্থ বছর পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি- ৭.৫ এ দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.৫: বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	আদায়	বকেয়া
২০০৪-০৫	৫৫৩৭.৯১	৪৯৫৬.৭৮	৩১৭১.১৫	১৪০৩৯.৮৪
২০০৫-০৬	৫৮৯২.২১	৫৪৯৬.২১	৪১৬৪.৩৫	১৫৩৭৬.৭৯
২০০৬-০৭	৬৩৫১.৩০	৫২৯২.৫১	৪৬৭৬.০০	১৪৫৮২.৫৬
২০০৭-০৮	৮৩০৮.৫৫	৮৫৮০.৬৬	৬০০৩.৭০	১৭৮২২.৫০
২০০৮-০৯	৯৩৭৯.২৩	৯২৮৪.৪৬	৮৩৭৭.৬২	১৯৫৯৮.১৫
২০০৯-১০	১১৫১২.৩০	১১১১৬.৮৮	১০১১২.৭৫	২২৫৮৮.৫৮
২০১০-১১*	১২৬১৭.৪০	৯১৫৪.৭০	৯০২৭.৯২	২৪১৮৩.৯৮

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *মার্চ, ২০১১ পর্যন্ড়।

কৃষি খাতে বাজেট

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১০-১১ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে সংশোধিত বাজেটে মোট ৭৭৪৫.৪৬ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন খাতে ৬৬৯৭.১১ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ১০৪৮.৩৫ কোটি টাকা) বরাদ্দ রাখা হয়। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার, ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ৫০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে কৃষি ভর্তূকি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ১৫ মে, ২০১১ পর্যন্ ৪৮৯৩.৫১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫৫.০০ কোটি টাকা।

কৃষির উন্নয়নের জন্য সরকার স্বাভাবিক বরাদ্দের অতিরিক্ত হিসেবে কৃষিজাত সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ নগদ সহায়তা (cash incentive) এবং কৃষিতে বিদ্যুৎ বিলে ২০ শতাংশ রিবেট এর সুবিধা রেখেছে। ডাল, তৈলবীজ এবং মসলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি ঋণের সুদের হার ৮ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২ শতাংশ করা হয়েছে।

কৃষিখাতে উন্নয়ন কার্যক্রম

(ক) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ফসল ও সেচ উপ-খাতে সর্বমোট ৬৪টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যে জেডিসিএফভুক্ত ৮টিসহ বিনিয়োগ প্রকল্প মোট ৬১টি এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৩টি। উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ১০৪৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। তন্মধ্যে স্থানীয় সম্পদের পরিমাণ ৯১৬.০০ কোটি টাকা (মোটের ৮৭.৪০ শতাংশ) এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩২.০০ কোটি টাকা (মোটের ১২.৬০ শতাংশ)। বর্তমান অর্থবছরের মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত এসব প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে মোট ৫৩৬.২৭ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৫১ শতাংশ । উল্লেখ্য, ২০০৯-১০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসচিতে অন্তর্ভুক্ত মোট ৭৬ টি (কম্পোনেন্টসহ) প্রকল্পের অনুকলে মোট ৯৬৭.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল।

(খ) রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি

চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৯৬ টি কর্মসূচির জন্য মোট ৩০০.৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৪.১৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৯ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০০৯-১০ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মোট ৬৬ টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। উক্ত ৬৬ টি কর্মসূচির জন্য ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সংশোধিত রাজস্ব বাজেটে মোট ৩২৩.২১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বাজেট

২০১০-১১ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ণালয়ের অনুকূলে মোট ৮০১.১৯ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন খাতে ৪৯৩.৮৮ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৩০৭.৩১ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে।

(ক) মৎস্য উপখাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসচির আওতায় মৎস্য উপখাতে ২৭ টি প্রকল্পের (বিনিয়োগ ২২ টি এবং কারিগরি ৫টি) অনুকূলে মোট ১৫৪.৯৮ কোটি টাকা (স্থানীয় সম্পদে ১১৪.৭৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪০.২২ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে মার্চ, ২০১১ পর্যন্ ব্যয় হয়েছে ৭৮.৪১ কোটি টাকা (স্থানীয় সম্পদে ৫১.২৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৭.১৪ কোটি টাকা), যা মোট বরাদ্দের ৫১ শতাংশ।

(খ) রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি

চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১২টি কর্মসূচির জন্য মোট ৩৭৪৯.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ১২টি কর্মসূচির অনুকূলে মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪৫২.৮৩ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৭.০৯ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০০৯-১০ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মোট ১২টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। উক্ত ১২ টি কর্মসূচির জন্য ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সংশোধিত রাজস্ব বাজেটে মোট ৩৭০২.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল এবং এর বিপরীতে ব্যয় হয় মোট ৩৫০০.২০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৮৩.১০ শতাংশ।

মৎস্য উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ বৃদ্ধি করা এ খাতের একটি অন্যতম লক্ষ্য । এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে-সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ, খাস জলাশয়ে মৎসজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, বিল নার্সারী কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ,মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, ঘের ও খাঁচায় মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুনঃখনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। উল্লেখ্য, ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৮.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১০-১১ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.৬- এ ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে ২০১০-১১ পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদন পরিসংখ্যান দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (প্রাক্কলিত)
১. অভ্যন্তরীণঃ								
(ক) মুক্ত জলাশয়								
নদী ও মোহনা	৮.৫৩	১.৪০	১.৩৮	১.৩৭	১.৩৭	১.৬৯	১.৮২	১.৮৫
সুন্দরবন	১.৭৭	০.১৬	০.১৬	০.১৮	০.১৮	০.২০	০.০৮	০.০৯
বিল	১.১৪	০.৭৫	০.৭৮	০.৭৫	০.৭৮	০.৯৩	১.২৭	১.৩০
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৭	০.০৭	০.০৮	০.০৮	০.০৯	০.০৭	০.০৭
প্লাবনভূমি	২৮.১০	৬.২১	৭.১৮	৭.৬৮	৮.১৯	৬.১৭	৭.০৫	৭.১৫
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	৪০.২৪	৮.৫৯	৯.৫৭	১০.০৬	১০.৬০	৯.০৮	১০.২৯	১০.৪৬
(খ) চাষকৃত								
পুকুর	৩.৫১	৭.৫৭	৭.৬০	৮.১২	৮.৬৬	১০.২৭	১১.৩৯	১২.৫০
বাওড়	০.০৯	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৫	০.০৬	০.০৯	০.১০
অর্ধ আবদ্ধ	০.২২	-	-	-	-	-	০.৪৬	০.৪৮
চিংড়ি খামার	২.৪৬	১.২১	১.২৮	১.২৯	১.৩৫	১.৪৯	১.৫৬	১.৭৮
উপ-মোট (চাষকৃত)	৬.২৮	৮.৮২	৮.৯২	৯.৪৬	১০.০৬	১১.৮২	১৩.৫২	১৪.৮৬
মোট (অভ্যন্তরীণ)	৪৬.৫২	১৭.৪১	১৮.৪৯	১৯.৫২	২০.৬৬	২০.৯০	২৩.৮২	২৫.৩২
২. সামুদ্রিকঃ								
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		০.৩৪	০.৩৪	০.৩৫	০.৩৪	০.৪৮	০.৩৪	০.৪০
(খ) আর্টিসেন্যাল		৪.৪১	৪.৪৬	৪.৫২	৪.৬৩	৫.৬৩	৪.৮৩	৫.২৮
মোট (সামুদ্রিক)	-	৪.৭৫	৪.৮০	৪.৮৭	৪.৯৭	৬.১১	৫.১৭	৫.৬৮
সর্বমোট	-	২২.১৬	২৩.২৯	২৪.৪০	২৫.৬৩	২৭.০১	২৮.৯৯	৩১.০০

উৎসঃ মৎস্য সম্পদ জরিপ পদ্ধতি, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

মাছের রেনু ও পোনা উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান শর্তই হচ্ছে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার সহজলভ্যতা। পরিবেশ ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা যেমন অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, শস্য ক্ষেতে কীটনাশকের অপরিমিত ও অবাধ ব্যবহার, পানি দষণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক উৎসে রেনু উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। এ সকল বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাকৃতিক উৎস হতে রুই জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন এবং আহরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে হ্যাচারিগুলোতে রেনু উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা নিরসনে মৎস্য অধিদপ্তর ৩২ টি সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়নপূর্বক প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা যথাযথভাবে পালন করে গুণগতমান সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করছে । এতে পোনার গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে। এ মান সম্পন্ন ব্রুড মাছগুলো স্বল্প মল্যে অন্যান্য বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের কাছে বিতরণ করা হচ্ছে। বর্ধিত পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১২০টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ৮৬২ টি হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে। সারণি ৭.৭-এ গত কয়েক বছরের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারি'তে উৎপাদিত রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.৭: মৎস্য হ্যাচারি'তে রেণু/পোনার উৎপাদন

সাল	হ্যাচারির সংখ্যা		রেণু (মেট্রিক টন)			উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (কোটি)		
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০০৪	১১২	৭৫৬	৪.৮০	৩৪৫.২৩	৩৫০.০৩	১.৮৪	৫২০.০০	৫২১.৮৪
২০০৫	১১২	৭৩১	৫.১৩	৩১৫.৮৯	৩২১.০২	২.০৮	৪৬১.০৬	৪৬৩.১১
২০০৬	১১২	৭৬৪	৪.৮২	৪০৭.৮৩	৪১২.৬৫	১.২৪	৪২৮.২৮	৪২৯.৫২
২০০৭	১১৩	৮৬০	৬.২৪	৪৫৭.২৯	৪৬৩.৬৫	২.০৩	৬২২.১৩	৬২৪.১৬
২০০৮	১১৩	৮৭৩	৬.৪০	৪১৬.৯৫	৪২৪.৩৫	২.৭৬	৫৪৯.০৪	৫৫১.৮০
২০০৯	১১৫	৮৮০	৪.৫২	৪৫৮.১৮	৪৬২.৭০	১.৬৬	৯৬০.০১	৯৬১.৬৭
২০১০	১২০	৮৬২	৫.৫৯	৪৬০.২০	৪৬৫.৭৯	২.১১	৯৮৩.৮৭	৯৮৫.৯৮

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি

প্রতিবছর নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট সাত মাস জাটকা রক্ষা কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান টেকসই ভিত্তিতে পরিচালনার নিমিত্ত ইলিশ অভয়াশ্রম সন্নিহিত ৪টি জেলায় ৫ বছর মেয়াদী জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০০৯ ও ২০১০ সালে প্রকল্পভুক্ত উপজেলাসমূহে জাটকা আহরণকারী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার ভিতিতে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত দুই বছরে জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ৪৩৮৮টি জেলে পরিবারকে ২০০৯ সালে ৩.০০ কোটি টাকা এবং ৬৬০৯টি জেলে পরিবারকে ২০১০ সালে ৪.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে উপকরণ সহায়তা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ বাবদ যথাক্রমে ৪৩.০০ লক্ষ টাকা ও ৬৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিগত ২ বছরে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন বাবদ ৩৪.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ঘোষিত ৪টি ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন গণমাধ্যমে যথাযথ প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। শরীয়তপুর জেলায় নতুন একটি ইলিশ সংরক্ষণ ও অবাধ প্রজনন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং বিএফআরআই-এর অংশগ্রহণে বিশেষ সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে । জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা এবং ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের ফলে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ৩.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন এ পৌঁছেছে, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ২.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ থেকে গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর, সৌদি আরব, সুদানসহ অন্যান্য উন্নত দেশে রপ্তানি হয়। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৭২৮৮৯ মেট্রিক টন এবং ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৭৭৬৪৩ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে যথাক্রমে ৩২৪৩.৪১ কোটি টাকা এবং ৩৪০৮.৫২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। ঘোষিত রাজস্ব প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সরকার হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তার হার বর্তমানের ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২.৫ শতাংশ করেছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিল নার্সারী কার্যক্রম গ্রহণ করে মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তির কার্যক্রম ও উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সকল স্তরে মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) এবং ট্রেসিবিলিটি ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মৎস্য আইন সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়ন

মৎস্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে পোনা মাছ ও জাটকা রক্ষা, কারেন্ট জালের অবৈধ ব্যবহার রোধ, ডিমওয়ালা মাছ ধরা রোধ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের 'জাল যার জলা তার' নীতির বাস্তবায়নের নিমিত্তে 'সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়েছে । এছাড়া, মৎস্য উপখাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানসম্মত মৎস্য ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্যোগ সামনে নিয়ে 'মৎস্য খাদ্য আইন ২০১০', 'মৎস্য ও চিংড়ি হ্যাচারি আইন ২০১০' ইতোমধ্যেই প্রণীত হয়েছে। জাটকার আকার পুনঃ নির্ধারণ করে 'মৎস্য সংরক্ষণ আইন' সংশোধন এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ১৯৯৭ সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা প্রণয়নের কাজও চলছে।

প্রাণিসম্পদ

দেশজ প্রেটিনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মাছ, দুধ, মুরগি, গবাদি প্রাণি উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। গবাদি প্রাণি ও হাঁস- মুরগির টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, স্বল্পমল্যে হাঁস- মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, জাত উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত তরল ও হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধমলক কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থবছরে গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৫ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ও ২৭ কোটি ৮৮ লক্ষ ৬ হাজার। সারণি ৭.৮-এ দেশে প্রাণি ও পাখির পরিসংখ্যান দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.৮: প্রাণি ও পাখির সংখ্যা

প্রাণি /পাখি	সংখ্যা (লক্ষ)						
	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
গরু	২২৬.৭	২২৮.০	২২৮.৭	২২৯.০	২২৯.৭৬	২৩০.৫১	২৩১.২১
মহিষ	১১.১	১১.৬	১২.১	১২.৬	১৩.০৪	১৩.৪৯	১৩.৯৪
ছাগল	১৯১.৬	১৯৯.৪	২০৭.৫	২১৫.৬	২২৪.০১	২৩২.৭৫	২৪১.৪৯
ভেড়া	২৪.৭	২৫.৭	২৬.৮	২৭.৮	২৮.৭৭	২৯.৭৭	৩০.০২
মোট গবাদি প্রাণি	**৪৫৪.১**	**৪৬৪.৭**	**৪৭৫.১**	**৪৮৫.০**	**৪৯৫.৫৮**	**৫০৬.৫২**	**৫১৬.৬৬**
মোরগ মুরগি	**১৮৩৪.৫**	**১৯৪৮.২**	**২০৬৮.৯**	**২১২৪.৭**	**২২১৩.৯৪**	**২২৮০.৩৫**	**২৩৪৬.৮৬**
হাঁস	৩৭২.৮	৩৮১.৭	৩৯০.৮	৩৯৮.৪	৪১২.৩৪	৪২৬.৭৭	৪৪১.২০
মোট হাঁস - মুরগি	**২২০৭.৩**	**২৩২৯.৯**	**২৪৫৯.৭**	**২৫২৩.১**	**২৬২৬.২৮**	**২৭০৭.১২**	**২৭৮৮.০৬**

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে প্রাণিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন সারণি ৭.৯-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৯: দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন						
		২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১*
দুধ	লক্ষ টন	২১.৪	২২.৭	২২.৮	২৬.৫০	২২.৮৬	২৩.৬৫	১৮.৯১
মাংস	লক্ষ টন	১০.৬	১১.৩	১০.৪	১০.৪০	১০.৮৪	১২.৬৪	১২.৭৯
ডিম	লক্ষ	৫৬২৩০	৫৪২২০	৫৩৬৯০	৫৬৫৩২	৪৬৯২০	৫৭৪২৪	৪২১১০

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি/১১পর্যন্ত।

প্রাণিসম্পদ উপখাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসচির আওতায় প্রাণিসম্পদ উপ-খাতে ১৬টি প্রকল্প (বিনিয়োগ ১৪ টি এবং কারিগরি ২ টি) বাস্বায়নের জন্য ১৫৩.৯১ কোটি টাকা (স্থানীয় সম্পদে ৭০.৪০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৩.৫১ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৭১.৪০ কোটি টাকা (স্থানীয় সম্পদে ৩০.৯৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪০.৪৭ কোটি টাকা), যা বরাদ্দের ৪৬ শতাংশ।

গবাদি প্রাণির কৃত্রিম প্রজনন

কৃত্রিম প্রজনন একটি গুরুত্বপর্ণ ও সফল কর্মসচি। বর্তমানে সাভারস্থ কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ২২১৯টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে হিমায়িত ও তরল সিমেন ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫.২৬ লক্ষ।

প্রাণি ও পাখীর রোগ প্রতিরোধক টিকা প্রদান

গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগীর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার জন্য ১৯ প্রকারের টিকা উৎপাদিত হচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগীর টিকা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪১ কোটি ৬৩ লক্ষ ডোজ। ২০১০-১১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১১.৭৩ কোটি ডোজ টিকাবীজ উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া ৩০.৮৯ লক্ষ গবাদি প্রাণি এবং ২৪৯.৮১ লক্ষ হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।

প্রাণি সম্পদ আইন প্রণয়ন ও প্রাণি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন

দেশের প্রাণি খাদ্যের গুণগতমান রক্ষা ও ভেজালমুক্ত খাদ্য তৈরীর জন্য 'মৎস্য ও প্রাণি খাদ্য আইন ২০১০' অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া 'বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন ২০০৯' এবং 'প্রাণি জবাই ও মাংসের মাননিয়ন্ত্রণ আইন' প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। দেশে আধুনিক প্রাণি চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬৪টি জেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত জেলা প্রাণি হাসপাতালগুলিতে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সুবিধার পাশাপাশি খামারীদের পোল্ট্রি ও গবাদি প্রাণির খাদ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হচ্ছে। উপজেলা ভেটেরিনারি ডিসপেনসারি কেন্দ্র হতেও রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সুবিধার পাশাপাশি ক্ষুদ্র খামারী ও কৃষকগণকে গবাদি প্রাণি, হাঁস -মুরগী লালন পালনের উপর প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু

২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাভারস্থ বিমান পোল্ট্রি কমপ্লেক্স-এ প্রথম এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু সনাক্ত হওয়ার পর থেকে এর বিস্তার রোধ ও এর কারণে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি প্রতিরোধকল্পে এ পর্যন্ত ১৮,৪৮,৬৬০টি হাঁস-মুরগী এবং ২৫,৩১,৮২১টি ডিম ধ্বংস করা হয়েছে এবং খামারিদের ভিতর ১৪.৭৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্ব ব্যাংক সাহায্যপ্রাপ্ত 'Avian Iinfluenza Preparendness and Response Project' এবং USAID সাহায্যপুষ্ট 'Strengthening of Support Services For Combating Avian Influenza in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ সনাক্তকরণ ও ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণিসম্পদ অধিদপ্তরে স্থাপিত হয়েছে ওয়েব ভিত্তিক এস,এম,এস গেইটওয়ে সিস্টেম যার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করা হচ্ছে।